142. Cd. 447. 6

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ

প্রথমখণ্ড।

[দ্বিতীয় সংস্করণ।]

রাজপুতকুলচূড়ামণি বীরবর প্রতাপসিংহের জীবন চরিত।

শ্রীমনোমোহন রায় প্রণীত।

কলিকাতা

২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৪।

উপহার।

যিনি আমার

চরিত্র ও শিক্ষার আদর্শ ছিলেন

সেই

স্বর্গীয় ভ্রাতা ললিতচন্দ্র রায়ের

উদ্দেশে

এই সামান্য প্রীতি-পুষ্প

উৎসর্গীকৃত

হইল।

বিজ্ঞাপন।

ভারতে এখন যুগ পরিবর্ত্তন উপস্থিত। কি সামাজিক, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক যাবতীয় বিভাগেই তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এই ঘোর বিপ্লবের সময় স্বদেশীয় মহাপুরুষগণের জীবনচরিত পর্য্যালোচনা করিবার একান্ত প্রয়োজন। সুখের বিষয়, বঙ্গীয় সুলেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়া হিন্দু আর্য্যগণের কীর্ত্তি কাহিনী প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমিও তাঁহা-দের পন্থানুসরণপূর্ব্বক "ঐতিহাসিকপ্রবন্ধ" প্রণয়নে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সম্প্রতি প্রথম খণ্ডে রাজপুতকুল-চূড়ামণি মাহারাণা প্রতাপসিংহের জীবনচরিত প্রকাশ করিলাম। বীরবরের উজ্জ্বল চরিত্র অঙ্কিত করিতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সহৃ-দয় পাঠকবর্গই তাহা বিবেচনা করিবেন।

এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, এই প্রবন্ধ ঢাকা ন্যাসনেল স্কুলের ছাত্রসমিতিতে পঠিত হইলে, উক্ত স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ও ছাত্রগণ আমাকে এতৎ প্রচারে সবিশেষ অনুরোধজ্ঞাপন করেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আর সুহৃদ্‌প্রধান পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও বৈকুণ্ঠচন্দ্র নাথ মহাশয় আমার গ্রন্থখানি দেখিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের নিকটেও কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। ইতি—

১২৯২ বঙ্গাব্দ
২৬শে অগ্রহায়ণ

শ্রীমনোমোহন রায়
গ্রন্থকার।

প্রতাপসিংহ।

প্রাচীন জগতের প্রতি স্থিরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করিয়া মানবজীবনের উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতার পবিত্রপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া—স্বদেশহিতৈষণার জ্বলন্ত উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া, হিন্দু আর্য্যগণ জাতীয় গৌরব সংরক্ষণার্থ যেরূপ অলৌকিক বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর অতি অল্প জাতিই সেরূপ বীরত্ব ও নিঃস্বার্থ প্রেমের উদাহরণ দেখাইতে পারিয়াছে। আধুনিক সময়ে তাঁহাদের অধঃপতিত বংশধরগণ, এই নশ্বর জগতে যে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, জগতে তাহাও অতুলনীয়। উল্লিখিত বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদনার্থ আমরা সূর্য্যবংশোদ্ভব একটী নরপতির জীবনকাহিনী পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আত্মোৎসর্গের জীবন্তমূর্ত্তি—অলৌকিক বীরত্বের পবিত্র আধার—গিহ্লোটকুলতিলক রাণা প্রতাপসিংহ আমাদিগের

নায়ক এবং স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র মিবারভূমি আমাদিগের বর্ণনীয় স্থল। মহারাণা প্রতাপসিংহের জীবনী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গিহ্লোটকুলের একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে।

প্রমারবংশোদ্ভবা রাজকন্যা পুষ্পবতী ভগবতী অম্বা ভবানীর মন্দির হইতে প্রত্যাগমনকালে শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণপতি শিলাদিত্য হত হইয়াছেন। পুষ্পবতী এ নিদারুণ সংবাদে অধীরা হইয়া রাজপুত-প্রথানুসারে তখনই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু অন্তঃস্বত্বা থাকাতে তাঁহাকে সেই ভীষণসঙ্কল্প হইতে বিরত হইতে হইল। তিনি মালিয়াগিরির এক নিভৃত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অচিরে তথায় একটী পুত্র প্রসব করিলেন। শিশু সন্তানকে কমলাবতী নাম্নী একটী ব্রাহ্মণীর হস্তে সমর্পণ করিয়া, পতিব্রতা নারী, স্বামীর বিয়োগে অধীরা হইয়া, তদুদ্দেশে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। গিরিগুহায় জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কমলাবতী শিশুসন্তানের নাম গোহ রাখিলেন। সেই গোহ হইতে গিহ্লোট শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ৭২৮ অব্দে গিহ্লোটকুলকেশরী বাপ্পারাও চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। ত্রিকুট-

গিরির পাদতলে নগেন্দ্রনগরে শিবোপাসক শান্তি-প্রিয় ব্রাহ্মণগণের আশ্রয়ে থাকিয়া, যে বালক রাখালবেশে শৈলশিখরে পর্য্যটনপূর্ব্বক জীবন অতি-বাহিত করিত, কে জানিত সেই বালক এক দিন চিতোরের মৌর্য্যবংশীয় নরপতি মানসিংহের সিংহা-সনে উপবেশন করিবে? গগনের সুদূরপ্রান্তে যে মেঘখণ্ডের কণিকা মাত্র পরিলক্ষিত হইয়াছিল, কে জানিত তাহা অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রবল ঝটিকা সমুৎপাদন করিবে?

যবন সেনাপতি সাহাবুদ্দিন যখন দিল্লীশ্বর পৃথ্বী-রাজের সিংহাসনলোলুপ হইয়া দৃষদ্বতীর তীরে সমু-পস্থিত হইয়াছিলেন, তখন গিহ্লোটকুলতিলক চিতোরাধিপতি রাণা সমরসিংহ সেই পবিত্রসলিলা নদীর সৈকতদেশে অসংখ্য যবন নিপাতিত করিয়া জাতীয় ইতিহাসে অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বীয়-পুত্র কল্যাণ ও ত্রয়োদশ সহস্র প্রধান প্রধান সামন্ত ও সৈন্যগণসহ রণভূমিতে দেহত্যাগ করেন। আবার যখন দিল্লীশ্বর যবনরাজ খিলজীবংশীয় মামুদ অসংখ্য সৈন্য লইয়া চিতোরে উপনীত হন, তখন বীরপ্রবর হাম্মির উদ্বেলসাগরসদৃশ ম্লেচ্ছসেনা নিপাতিত করিয়া, সেই পরাক্রান্ত খিলজীরাজকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। গিহ্লোটকুলতিলক বীরবর

হামির তৎকালে সমগ্র ভারতবর্ষে সার্ব্বভৌম নর-পতি বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। মারবার, জয়পুর বুন্দী, গোয়ালিয়র, চান্দেরী, রাইসিন্ প্রভৃতি ভূভা-গের নরপতিগণকে তাঁহার নিকটে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল। আবার যখন ভারতের সম্রাট্ শিরোমণি মোগলবীর আকবর গিহ্লোটকুলকলঙ্ক উদযসিংহের রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন যে সকল রাজপুতবীর অলৌকিক বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়াছিল, আমরা সংক্ষেপে, সেই বীরপুরুষ ও বীররমণীগণের অপূর্ব্ব কাহিনী বিবৃত করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

মোগলবীর আকবরসাহ অমিততেজে চিতোরে উপস্থিত হইয়াছেন। চিতোরের আজ ভীষণ দুর্দ্দিন উপস্থিত। স্বাধীনতার লীলাভূমি, বীরপ্রসূ চিতোর-পুরী, গিহ্লোটকুলকলঙ্ক কাপুরুষ উদয় সিংহের হস্তে আজ পতনোন্মুখী। লিখিতে লেখনী স্তম্ভিত হয়, শিশোদীয়কুলোদ্ভব, বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্পারাওয়ের বংশধর, বিক্রমকেশরী হামির ও সমরসিংহের উত্তরাধিকারী, চিতোরের মহারাণা উদয়সিংহ, মোগলের ভয়ে স্বর্গা-দপি গরীয়সী জন্মভূমিকে অকুলসাগরে ভাসাইয়া নির্জ্জন গিরিগহ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিপ-ক্ষের আক্রমণে যে ভূভাগের সিমন্তিনীগণ লৌহবর্ম্ম

পরিয়া রণচণ্ডীবেশে সমরে অসংখ্য শত্রু নিপাতিত করিয়া, অবলীলায় জীবনবিসর্জ্জন করিয়াছেন, আজ সেই মিবারের ক্ষত্রিয় নরপতি শত্রুভয়ে ভীত হইয়া দুর্গম গিরিগহ্বরে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি বীরপ্রসূ মিবারভূমি নির্ব্বীরা? চির-স্বাধীনা চিতোরপুরীর গৌরব রক্ষার্থ, শিশোদীয় কুলের হৈমবৈজয়ন্তী প্রসারণ করিবার নিমিত্ত, কি একটী বীরও আজ দণ্ডায়মান হইবে না? ঐ দেখ, মিবারের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে, ঘোরঘনঘটাসমাচ্ছন্ন মিবারাকাশের অভেদ্য তিমিররাশি দূরীভূত করিয়া ধীরে ধীরে সুদূরপ্রান্তে রাজপুতকুলের গৌরব-রবি সমুদিত হইতেছে। মিবারের এই ভীষণ সঙ্কটসময়ে কৈলবার ও বিদনোরপতি অশ্রুতপূর্ব্ব ও অলৌকিক বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, এই নশ্বর জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া, জাতীয় গৌরব সংরক্ষণার্থ যেরূপ আত্মোৎসর্গ ও স্বদেশপ্রেমিকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, বীরজগতে তাদৃশ দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। চারণগণের মোহিনী কবিতায় তাঁহাদিগের বীরত্বকাহিনী রাজপুতনার ঘরে ঘরে আজিও পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। বীর-চূড়ামণি আকবরসাহ যুবকবৃন্দের অদ্ভুত সাহস ও অপূর্ব্ববীরত্ব দর্শনে বিমোহিত হইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের

কীর্ত্তিকাহিনী জ্বলদক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া বিনশ্বর জগতে তাঁহাদিগকে অবিনশ্বর করিয়া গিয়াছেন। বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমিকতার কণিকামাত্রও যতদিন এই জগতীতলে সমাদৃত হইবে মানবহৃদয়ে তাঁহাদিগের বীরসিংহাসন ততদিন অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপের লেশমাত্রও যতদিন রাজপুতহৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, জয়মল্ল ও পুত্তের অপূর্ব্বকাহিনী তাঁহারা ততদিন কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। মহারাণা পলাইয়া গিয়াছেন। আজ এই বীরদ্বয়ের অপূর্ব্বকীর্ত্তি কে সন্দর্শন করিবে? কে আজ এই সঙ্কটসময়ে জ্বলন্তবাক্যে তাঁহাদিগকে সমুৎসাহিত করিবে? দেখিতে দেখিতে শালোম্ব্রাপতি চিতোরের দুর্গদ্বারেই নিপাতিত হইলেন। মহোল্লাসে যবনসেনা ভৈরবহুঙ্কারে দুর্গাভিমুখে প্রধাবিত হইল। শৈলনিঃসৃত তরঙ্গিণীর ভীষণস্রোতের ন্যায় যবন অক্ষৌহিণী, প্রবলবেগে ধাবিত হইল। কাহার সাধ্য, আজ সেই যবনসেনার দুর্দ্দমনীয় স্রোতের গতিরোধ করে? বুঝিবা মিবারের প্রলয়কাল সমুপস্থিত। কিন্তু ঐ দেখ, ষোড়শবর্ষীয় একটী বালক রাজপুতসেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া শালোম্ব্রাপতির শূন্য স্থান পরিপূর্ণ করিল। অহো! বীরবালক কি অসীমসাহসে—কি অদম্য উৎসাহে,

কি অপূর্ব্ব বীরত্বে, মোগলঅনীকিনীকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিয়া রাজপুতকুলের অজেয় গৌরব সংরক্ষণ করিতেছেন। কিন্তু একি! মুহূর্ত্তের জন্য যোদ্ধৃগণের উদ্ধৃত অসি স্তম্ভিত হইল কেন? মুহূর্ত্তের জন্য চুম্বকাকর্ষণের ন্যায় সমুদয় যোদ্ধার বিস্মিত নয়ন একই দিকে আকর্ষিত হইল কেন? অহো! কি রমণীয় দৃশ্য! কি অচিন্তনীয় ব্যাপার! বীরবালক পুত্তের বীর্য্যবতী জননী নবোঢা পুত্রবধূকে রণবেশে সুসজ্জিতা করিয়া, স্বয়ং সহচরীগণে পরিবৃতা হইয়া রণচণ্ডীবেশে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গহইতে ভীষণ আবর্ত্তময়ী মহাতরঙ্গিণীর ন্যায় প্রবলবেগে সমরপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতেছেন। পুত্ত তাঁহার একমাত্র সন্তান—সুবিখ্যাত চন্দ্রবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী। স্বামী স্বদেশহিতৈষণায় প্রণোদিত হইয়া জন্মভূমির স্বাধীনতারক্ষার্থ যুদ্ধে অকাতরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আজ চিতোরের ভীষণ দুর্দ্দিনে, রাজপুতজাতির গৌরবসংরক্ষণার্থ, সজাতীয় প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া, প্রাণাধিক প্রিয়তম, বিধবার একমাত্র অবলম্বন, জীবন সর্ব্বস্ব পুত্রকে, জননী স্বহস্তে পীতবসন পরিধান করাইয়া, চিতোরের স্বাধীনতারক্ষার্থ ভীষণ সমরে প্রেরণ করিয়াছেন। কোমল শিশুকে যুদ্ধস্থলে পাঠাইয়া, রাজপুত জননী কি নিশ্চিন্তমনে গৃহে অবস্থান করিতে পারেন?

রাজপুতকামিনী কি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে অথবা সংগ্রামের ভৈরবরবে রণক্ষেত্রে গমন করিতে কুন্ঠিতা? পুত্রকে বিদায় দিয়া বীর্য্যবতী জননী স্বয়ং রণবেশে সজ্জিতা হইলেন। তাঁহার প্রাণাধিকা পুত্রবধূও কোমলাঙ্গে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া, সঙ্গে যাইতে সঙ্কুচিতা হইলেন না। উভয়েই শাণিত অস্ত্র লইয়া নির্ভয়ে মোগল সৈন্যের সম্মুখে উপনীত হইলেন। বীরচূড়ামণি আকবরসাহ সবিস্ময়ে রাজপুত রমণীগণের অদ্ভুত সমরচাতুরী দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি সমরক্লেশ বিস্মৃত হইলেন—মুহূর্ত্তের জন্য তিনি রাজপুতবৈরিতা ভুলিয়া গেলেন। বীররমণীগণ অদম্য উৎসাহে—অমিততেজে—বিপুল পরাক্রমের সহিত সমরকুশল যবনবীরগণকে ভূমিতলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অনন্তসাগরে জলবিম্বের ন্যায় রাজপুতকামিনীগণ সেই উদ্বেলসাগরসদৃশ যবন-অনীকিনীতে বিলীন হইয়া গেলেন। জগতীতলে তাঁহাদিগের অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইল। বীরবালক পুত্ত স্বচক্ষে বীর্য্যবতী জননী ও বীরাপত্নীর অলৌকিক বীরত্ব সন্দর্শন করিলেন। স্বচক্ষে স্নেহময়ী জননী ও প্রাণাধিকা প্রণয়িনীর ভীষণ পরিণাম চাহিয়া দেখিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মস্তিষ্ক ঘুরিয়া

গেল—মুহূর্ত্তের জন্য তিনি সমস্ত জগৎ অন্ধকার দেখিলেন। বীরবালক নিদারুণ শোকে অধীর হইলেন। অধীর হইযাই ভীষণ পরাক্রমে যবন সৈন্য আক্রমণ করিলেন, এবং সমরপ্রাঙ্গণে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া, মোগলের বিশাল অনীকিনীকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, রাজপুতকুলগৌরব—রাজপুতের শেষ ভরসা—বীরবর পুত্ত ধরাতলে অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক অনন্তকালের জন্য ধরণীপৃষ্ঠে শায়িত হইলেন। ধন্য পুত্ত। ধন্য তোমার স্বদেশ প্রেমিকতা। ধন্য তোমার অসীম সাহসিকতা। তুমি যেরূপ আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়া চলিয়া গেলে, জগতে তাহা অতুলনীয়। ইতিহাস তোমার কীর্ত্তিকাহিনী সমগ্র জগতে অনন্তকাল বিঘোষিত করিবে। পুত্ত ভীষণ সমরে পতিত হইলে পর, বীরবর জয়মল্ল নেতৃত্ব গ্রহণপূর্ব্বক প্রবলপরাক্রমে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন। মোগল অক্ষৌহিণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ একি। কামানের একটী গোলা আসিয়া বীরপ্রবর জয়মল্লকে হস্তিপৃষ্ঠহইতে ভূমিতলে পাতিত করিল। রাজপুতকুলের এক মাত্র ভরসা—শেষ আশা বীরবর জয়মল্ল অনন্তকালের জন্য নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলেন। জয়মল্লকে আকবরস্বয়ং গুলি করিয়াছিলেন। রাজ-

পুত্রবীর অন্যায় যুদ্ধে হত হইলেন বলিয়া দারুণ মনঃ-ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। চিতোরের আশা ভরসা ফুরাইয়া গেল। চিতোরদুর্গ যবনহস্তে পতিত হইল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, চিতোর আক্রমণের অব্যবহিত পরেই মহারাণা উদয়সিংহ স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি রাজপিপ্পলীর নিবিড় অরণ্যে গোহিলাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধুনা চিতোর দুর্গ মুসলমানের করায়ত্ত হইলে পর, তিনি আরাবলী গিরিশৃঙ্গের এক নির্জ্জন প্রদেশে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষ বীরবর বাপ্পারাওয়ের নিভৃতনিলয়ের পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং অচিরে উদয়পুর নামে একটী নগর সংস্থাপন-পূর্ব্বক তথায় স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজ্যচ্যুত কাপুরুষ উদয়সিংহ তদীয় নবপ্রতিষ্ঠিত উদয়পুরে চারি বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমে গোগুণ্ডা নগরে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। অল্পবয়সেই তিনি ধরাধাম হইতে বিচ্যুত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বদেশের সম্মান ও গৌর-বের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টরূপে অনুমিত হইবে যে, এই ৪২ বৎসরই বীরতনয় মিবারবাসিগণের নিকট

অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্বল্প কালের মধ্যেই তিনি চিতোবের সর্ব্বনাশ সংসাধন করিয়া চলিয়া গেলেন। চিতোবের অমূল্য রত্ন—স্বর্গীয়রত্ন—স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল। বীরকেশরী বাপ্পারাওয়ের বংশধর, আজ ম্লেচ্ছরাজের নিকট মস্তক অবনত করিলেন। প্রতাপসিংহ নিদারুণ মনস্তাপে দগ্ধীভূত হইয়া সময় সময় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিয়া উঠিতেন "হায়! উদয়সিংহ যদি গিহ্লোটকুলে না জন্মিতেন, রাণা সঙ্গের অব্যবহিত পরেই যদি রাজ্য ভার আমার হস্তে সমর্পিত হইত, অহো! কি সাধ্য, তাহা হইলে সামান্য তুর্কী আসিয়া আজ রাজপুতনার শাসনদণ্ড পরিচালন করে।" উদয়সিংহ তাঁহার ঐ ঘৃণিত জীবনের অন্তিম সময়েও একটি অন্যায় কার্য্য করিয়া যাইলেন। রাজপুতনার চিরপ্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া, জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া, প্রিয়পুত্র যোগমল্লকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করিয়া গেলেন।

ফাল্গুনমাসের বসন্তপূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র নির্ম্মল আকাশে দীপ্তি পাইতেছে। মিবারের সামন্ত ও রাজপুত্রগণ স্রোতস্বিনীর সৈকতদেশে উদয়সিংহের মৃতশরীরের সৎকার্য্য করিতেছেন। এমন সময় যোগমল্ল নবপ্রতিষ্ঠিত উদয়পুরের সিংহাসনে অধি-

রোহণ করিলেন। "মহারাজ! চিরজীবী হউন" বলিয়া দূতগণ উচ্চধ্বনিতে তাঁহার বিজয়ঘোষণা করিতেছে। এই মহোল্লাসের সময়ে মিবারের সামন্তগণ উদয়সিংহের চিতাপার্শ্বে ঘোরতর ষড়যন্ত্রে নিমগ্ন। উদয়সিংহ শনিগুরু রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রাজকুমারীর গর্ব্ভে বীরবর প্রতাপসিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতাপ জ্যেষ্ঠ পুত্র, অতএব প্রতাপেই আজ উদয়পুরসিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কিন্তু অন্যায়রূপে প্রতাপসিংহ রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। ঝালোররাও স্বীয় ভগিনীর মর্য্যাদারক্ষা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি ঔৎসুক্য সহকারে মিবারের প্রধান সামন্ত চন্দাবৎপতি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সামন্তবর, একি! আপনি জীবিত থাকিতে যোগমল্ল অন্যায়রূপে প্রতাপের সিংহাসন অধিকার করিল? আপনি কিরূপে এরূপ অন্যায় কার্য্যের অনুমোদন করিতেছেন?" চন্দাবৎপতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "রোগী মুমূর্ষু সময়ে একটু দুগ্ধ পান করিতে চাহিলে, তাহাকে বঞ্চিত করিবার প্রয়োজন কি? শনিগুরুরাও! আপনার ভাগিনেয়কেই আমি মনোনীত করিয়াছি প্রতাপের পার্শ্বেই আমি দণ্ডায়মান হইব।"

যোগমল্ল সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সানন্দ-

চিত্তে পারিষদবর্গের সহিত হাস্য পরিহাস করিতে-ছেন। তাঁহার মানসকাননের অঙ্কুরিত আশালতা ফলবতী হইয়াছে। আজ তাঁহার আর আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু মানব অদৃষ্ট চক্রনেমির ন্যায় নিয়ত পরিবর্ত্তন করিতেছে। আজ যিনি সসাগরা ধরার সার্ব্বভৌম নরপতি, কে বলিতে পারে, কাল তিনি পথের ভিখারী হইবেন না? যোগমল্লেরও তাহাই ঘটিল। অদৃষ্ট দেবী তাঁহার প্রতি অপ্রসন্না হইলেন। তাঁহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। শালোম্ব্রাপতি রাউৎকৃষ্ণ, গোয়ালিয়রের রাজ্যচ্যুত নৃপতি সমভিব্যাহারে নবাভিষিক্ত যোগমল্লের সমক্ষে উপনীত হইয়া, ধীরগম্ভীরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'মহারাজ। আপনার ভুল হইয়াছে। এই উচ্চাসন আপনার নয়, আপনার ভ্রাতা প্রতাপ-সিংহ এই আসনে উপবেশন করিবার একমাত্র যোগ্য পাত্র।' এই বলিতে বলিতে সামন্তশেখর শালোম্ব্রাপতি ও গোয়ালিয়রাধিপতি উভয়ে তাঁহার দুই হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করিলেন। রাউৎকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ প্রতাপ-সিংহকে দেবীপ্রদত্ত পারিবারিক তরবারিদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া, বারত্রয় মৃত্তিকা স্পর্শপূর্ব্বক তাঁহাকে মিবারের রাণা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অন্যান্য

সামন্তগণও শলোম্ব্রাপতির অনুকরণ করিলেন। এই রূপে প্রতাপসিংহ মিবারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই প্রতাপসিংহ সামন্তবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"অমাত্য-বর্গ! আহেবিয়া মহোৎসব সমাগত। প্রাচীন রীতি বক্ষা কবা আমাদিগেব একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব অশ্ব সজ্জিত করুন। চলুন মৃগয়া করিবাব জন্য অরণ্যে গমন করি, এবং ভগবতী গৌরীর নিকট বরাহ বলিদান করিয়া আগামী বর্ষেব শুভাশুভ গণনা করি।" বাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র সামন্তগণ স্বীয় স্বীয় তুরঙ্গে আবোহণ পূর্ব্বক মহোল্লাসে নবীন নৃপতিব অনুগমন কবিলেন, এবং বিজন অবণ্যে প্রবেশানন্তব অসংখ্য বন্যমৃগ সংহাব করিয়া মৃগযার বিমল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই দিন, সেই কৃত্রিম সংগ্রামে, প্রতাপসিংহেব অপূর্ব্ব রণচাতুর্য্য ও অমানুষিক পবাক্রম অবলোকন করিয়া, সামন্তগণ অবধারণ করিলেন যে, মিবাবাকাশের সেই বিশাল মেঘবাশি দূবীভূত করিয়া অচিরেই সৌভাগ্য সূর্য্য পুনরুদিত হইবে।

প্রতাপসিংহ মিবারের মহারাণার পদে প্রতিষ্ঠিত। যে মিবারাধিপতির দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে একদিন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড কম্পান্বিত হইত,

আজ প্রতাপসিংহ সেই মিবারের সেই সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! মিবারের সেই একাধিপত্য, সেই সার্ব্বভৌমিকতা আজ কোথায়? মিবারের রাজধানী চিতোরপুরী আজ কৈ? গিহ্লোটকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, বাপ্পাবাওয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও প্রতাপ আজ নিঃসহায়। প্রতাপেব রাজধানী নাই, সহায়সম্পদ নাই, বন্ধু বান্ধবগণ দুর্দ্দশার ভ্রূকুটিমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া একেবাবে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছেন। প্রতাপ আজ এই ভীষণ দুদ্দিনে সংসাবারণ্যে একাকী—একাকী বলিয়াই কি গিহ্লোটকুলোদ্ভব মিবারেশ্বব স্বীয় বাজধানী ম্লেচ্ছপদতলে পরিদলিত দেখিযা নিশ্চিন্ত থাকিবেন? আর্য্যশোণিত এখনও তাঁহাব ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্ব পুরুষগণেব কীর্ত্তিকাহিনী এখনও তাঁহার নয়ন সমক্ষে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। চিতোবের পুনরুদ্ধারার্থ—শিশোদীয়কুলের পূর্ব্বগৌরব পুনঃসংস্থাপনার্থ—বীরবর হামিরের সেই সার্ব্বভৌমিকতা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য—স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ আজ সুমহৎ ব্রতে জীবনোৎসর্গ করিলেন। কাহার সাধ্য তাঁহার এ ভীষণ প্রতিজ্ঞার প্রতিরোধ করিবে? স্বাধীনতার বীজমন্ত্রে যে হৃদয়

দীক্ষিত হইয়াছে—স্বদেশোদ্ধারের উৎসাহবহ্নি যে হৃদয়ে একবার প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, কাহার সাধ্য সে হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় স্রোতের গতিরোধ করিবে? প্রতাপ সহায় সম্বলের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। বাপ্পারাওয়ের প্রসিদ্ধ রাজধানী সামান্য তুর্কীর করায়ত্ত হইয়াছে, এই অসহনীয় নিদারুণ মনঃক্ষোভে মর্ম্মপীড়িত হইয়া মোগলরাজ আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য, তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। চিতোরের দুর্গে ম্লেচ্ছরাজগণ অনেকবার কারাবন্দী হইযাছেন, কে বলিতে পারে যে, মিবারাধিপতির সেই দুর্গ একদিন মোগল-সম্রাট আকবরসাহের কারাগার হইবে না? কে বলিতে পারে যে, দিল্লীর সৌধোপরি পুনরায় এক দিন হিন্দুবৈজয়ন্তী উড্ডীন হইবে না? অদৃষ্টচক্রের এইরূপ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের উপর প্রতাপসিংহ বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। কিন্তু উদারহৃদয় রাজপুতবীর তাঁহার ভীষণবৈরীর নীচ প্রকৃতি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আর্য্যতনয়, যবনের কুটিল চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, ধর্ম্মযুদ্ধ কাহাকে বলে, যবন তাহা জানেনা। তাই জন্মভূমির উদ্ধার সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া, নিরাশহৃদয়ে যখন তিনি

আশার বীজ রোপণ করিতেছিলেন, দারুণ উত্তাপে বিশুষ্ক তরুর মূল প্রদেশে যখন তিনি জলসিঞ্চন করিতেছিলেন, তাঁহার সেই উত্তমসময়ে, কুটিল যবনাধিপতি তাঁহার যে কি ভয়ানক সর্ব্বনাশ সংসাধন করিতেছিলেন, তিনি তাহাব বিন্দুমাত্রও অবগত ছিলেন না। তিনি অকস্মাৎ শুনিতে পাইলেন যে, রাজপুতনার গৌরব—রাজপুতনার ভরসা—প্রধান প্রধান নৃপতিগণ যবনের দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। শুনিলেন যে, মারবার, আম্বের ও বিকানেবেব অধিপতিগণ আকবরের সহিত মিলিত হইয়া, স্বজাতিব বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আরও শুনিলেন যে, তাঁহাব সুহৃদ্‌প্রধান বুন্দীশ্বরও আকবরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাবই শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবং শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে, তাঁহার সহোদব ভ্রাতা সাগরজিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কুলশত্রু যবনরাজের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতাপ দেখিলেন যে, একে একে রাজপুতনার প্রায় সমুদয় নৃপতিই তাঁহাকে পরিত্যাগ কবিয়া তুর্কীব আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন যে, আসন্ন যবন সমরে একাকী তাঁহাকে বিশাল অক্ষৌহিণীর প্রবলগতির প্রতিরোধ করিতে হইবে। কিন্তু তথাপিও বীরবরের অটল

হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও চঞ্চল হইল না। প্রশান্ত মহাসাগরের সলিলরাশির ন্যায় তাঁহার সুপ্রশস্তহৃদয় প্রবলঝটিকাসম্পাতেও বিচলিত হইলনা। একাকী হওয়াতে তাঁহার অতুল সাহস দ্বিগুণ হইল। তিনি সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন "জননীর স্তন্য পান করিয়াছি, জননীর মুখ উজ্জ্বল করিব।" আজ এই সঙ্কট সময়ে প্রতাপসিংহের জিহ্বাহইতে যে বাক্য উচ্চারিত হইল, বীরচূড়ামণি চিরজীবনেও তাহার অন্যথা করিলেন না। পঁচিশ বৎসরকাল হিমালয়ের উত্তুঙ্গশৃঙ্গেবন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, প্রবল ঝটিকার দারুণ আঘাত অকাতরে সহ্য করিলেন। মোগলসম্রাট আকবরসাহের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এই সময়ে প্রতাপসিংহ কত-কষ্ট, কত যন্ত্রণাই না সহ্য করিলেন। হিংস্রশ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে শিশুসন্তানসহ পরিভ্রমণ করিয়া মহাপুরুষ কত বিপদেই না পতিত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অটল হৃদয় বিচলিত হইল না—কিছুতেই তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞার অবমাননা করিলেন না। 'বাপ্পাবাওয়ের বংশধর সামান্য মানবের নিকট মস্তক অবনত করিবে? তুর্কীরকরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মিবারাধিপতি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবে? প্রতাপ জীবিত থাকিতে

কখনই এ অবমাননা সহ্য করিতে পারিবে না।
হীনতা স্বীকার করিয়া প্রতাপসিংহ কখনই মিত্রতা
স্থাপন করিতে পারিবে না।" এইরূপ উক্তিতে
স্বীয় সামন্তগণকে সমুৎসাহিত করিয়া, বীরপুঙ্গব
প্রতাপসিংহ, দুর্গমগিরিশিখরের আশ্রয়ে থাকিয়া
মোগলসম্রাটকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুটিলমতি আকবরসাহা সম্রাট, প্রদত্ত
পদগৌরবাভিলাষী রাজানুগ্রহাকাঙ্ক্ষী অর্থগৃধ্নু নৃপতি-
গণকে প্রতাপের পক্ষ হইতে বিচ্যুত করিয়াই ক্ষান্ত
হইলেন না। তিনি মিবাবরাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ প্রতা-
পের একমাত্র সহায়, প্রধান প্রধান সামন্তগণকেও
ধনরত্নেব প্রলোভনে বিমোহিত কবিবাব প্রয়াস
পাইলেন। কিন্তু যাহাদিগের পিতৃপুরুষগণ মিবার-
ভূমির স্বাধীনতাবক্ষার্থ রাজপদে ধন, প্রাণ উৎসর্গ
করিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়া-
ছেন—যাহাদিগেব বীর্য্যবতী জননীগণ রণবেশে সুস-
জ্জিতা হইয়া, সমরপ্রাঙ্গণে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন
করিয়া, জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়া-
ছেন—সেই বীরপুরুষগণের বংশধরগণ, সেই বীব-
রমণীগণের সন্তানগণ, কি আজ তুচ্ছ ধনরত্নের জন্য
হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান
হইবে? সেই জয়মল্ল ও পুত্তের বংশধরগণ, কি আজ

ম্লেচ্ছপ্রদত্ত তুচ্ছ রাজ্যের আশায় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়-তব জন্মভূমিকে তুর্কীর করে সমর্পণ করিবে ? আকবরসাহেব সমুদয় যত্ন, সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রতাপের সামন্তবর্গ ধনরাজ্যের প্রলোভনে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা সম্পদবিপদে প্রতাপের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। দৈলবারাধিপতি, প্রতাপেব দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, জন্মভূমির উদ্ধার বাসনায় কৃতসংকল্প হইয়া, তাঁহারই সহিত যবনসমবরূপ মহাব্রতে জীবনোৎসর্গ করিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে আপনার "দক্ষিণবাহু" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। দৈলবারাধিপতিকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি আপনাকে বিপুল সহায় সম্পন্ন মনে করিলেন, এবং তাঁহার উত্তেজিত হৃদয় দ্বিগুণ উৎসাহে পূর্ণ হইল।

এইরূপে সামন্তগণ একে একে আসিয়া প্রতাপের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী সামন্তগণের মন্ত্রণা গ্রহণপূর্ব্বক প্রতাপসিংহ তাঁহার প্রণষ্ট রাজ্যের সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সামন্তগণকে গুণানুসারে জায়গীর প্রদান করিতে লাগিলেন। কমলমীর, গোগুণ্ডা প্রভৃতি পার্ব্বত্যদুর্গে বহুল সৈন্য সংস্থাপন করিলেন। সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতাপসিংহ চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে,

IMPERIAL

মিবারের সমতলভূমিতে তিনি স্বল্পসংখ্যক সৈন্য-দ্বারা কখনই মোগল সম্রাটের অযুত সৈন্যের যথেচ্ছা-চারিতা নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হইবেন না। তাই ভাবিয়াই, তিনি দুর্গমপার্ব্বত্য প্রদেশে কমলমীরদুর্গে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন, এবং সমগ্র রাজ্য-মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তাঁহার সমুদয় প্রজাকেই মিবারের সমতলভূমি পরিত্যাগ করিয়া ধনরত্ন সমভিব্যাহারে অবিলম্বে পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিতে হইবে; নতুবা রাণার আদেশে তাহা-দিগের শিরশ্ছেদন হইবে। দেখিতে দেখিতে মিবার-বাসিগণ স্বীয় স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শৈলশিখরে আশ্রয়গ্রহণ করিল। জনাকীর্ণ মিবারভূমি লোক-শূন্য হইল। বুনাস্ ও বেরিস্ নদীর নির্ম্মল-সলিল-বিধৌতা শস্যশালিনী শ্যামলভূমি "বেচেরাগ" প্রদীপ-শূন্য হইল।

প্রতাপসিংহ তাঁহার এই কঠোর আদেশ প্রজা-গণ কর্ত্তৃক সম্যকরূপে প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে সমতলভূমিতে অবতীর্ণ হইতেন। প্রতাপ দেখিতেন, তাঁহার সাধের রাজধানী শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে; যে মিবারভূমি জীবগণের কোলাহলধ্বনিতে অহোরাত্র

নিনাদিত হইত, তাহা মরুভূমির গভীর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইয়াছে ; যে মিবারক্ষেত্রের শ্যামলশস্য পবন-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া নেত্রের প্রীতি সংবর্দ্ধন করিত, তাহা তৃণগুল্মে পরিপূরিত হইয়াছে ; যে বিচিত্র অট্টালিকাতে পুরবাসিগণ নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুকে বিমুগ্ধ হইয়া পরমানন্দে সুখে বিহার করিত, তাহা বন্যজন্তুর আবাসনিলয় হইয়াছে। প্রতাপ এই সকল শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া নির্জ্জনে একবিন্দু অশ্রু-পাত করিতেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শস্যশালিনী মিবারভূমি শ্মশানভূমিতে পরিণত না করিলে, রাজ্যলোভী যবনরাজের দুরাকাঙ্ক্ষা প্রতিরোধ করিবার অন্য উপায় নাই। তাই তিনি তাঁহার কঠোর আদেশের বিন্দুমাত্রও বিরুদ্ধা-চরণ দেখিলে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেন।

একদা একটী অজপালক রাণার আদেশ অবজ্ঞা করিয়া বুনাস্‌নদীর শ্যামল সৈকতে পরমানন্দে অজ-চারণ করিতেছিল। সায়াহ্ন পবনের কোমলস্বরে, কণ্ঠ মিশাইয়া কৃষকনন্দন সঙ্গীতধ্বনিতে প্রান্তরের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। হতভাগা ভাবিয়াছিল যে, সে বিজনভূমিতে মহারাণা কখনই আগমন করিবেন না। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে? মহারাণা অশ্বারোহী সহচরগণ-

সহ পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই বিজন কান্তা-
রেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বজ্রগম্ভীর-
স্বরে অজপালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি
সাহসে রাণার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া এই শস্যশালী
প্রদেশে অজচারণ করিতেছিস্?" অভাগা কৃষক
হতজ্ঞান হইয়া অস্ফুটবাক্যে স্বীয় দোষ স্বীকারপূর্ব্বক
রাণার নিকট ক্ষমা চাহিল। কিন্তু যে হৃদয়ের স্তরে
স্তরে চিতোরধ্বংসের প্রবল হুতাশন ভীষণ দাবানল-
রূপে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, যবননির্যাতনরূপ দারুণ-
চিন্তা যে হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—সেই
দগ্ধীভূতচিত্তে হতভাগার সকরুণ আর্ত্তনাদ স্থানপ্রাপ্ত
হইল না। স্বজাতির উদ্ধার ও স্বদেশহিতৈষণার
ভীষণ প্রতিজ্ঞার সমক্ষে প্রতাপের কোমলহৃদয়
পরাজিত হইল—প্রতাপসিংহ স্বীয় অসি নিষ্কোশিত
করিয়া স্বহস্তে সেই অভাগা অজপালকের শিরশ্ছেদন
করিলেন। এইরূপে নির্ম্মমতার কঠিন উপাদানে
স্বীয়হৃদয়কে গঠিত করিয়া, প্রতাপসিংহ স্বর্ণপ্রতিম
মিবারভূমিকে মরুভূমিতে পরিণত করিলেন।
স্বদেশোদ্ধারের মহৎব্রত অবলম্বন করিয়া, তিনি
শারীরিক সুখসচ্ছন্দতার প্রতি একেবারে উদাসীন
হইলেন। তিনি অমাত্যবর্গের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা
করিলেন যে, যতদিন চিতোরোদ্ধার না হইবে—যত-

দিন পূর্ব্বগৌরবের পুনঃ সংস্থাপন না হইবে, ততদিন তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ স্বর্ণ ও রৌপ্য-পাত্রে পান ভোজন করিবেন না। বৃক্ষপত্রই তাঁহা-দিগের একমাত্র আহাবীয় পাত্র হইবেক। তৃণ-গুল্মই তাঁহাদিগের একমাত্র শয্যা হইবেক এবং এই নিদারুণ শোকের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাবা ততদিন শ্মশ্রুরাজিতে ক্ষুব স্পর্শও করিবেন না। এখন হইতে লুপ্তগৌবব পুনরুদ্ধার পর্য্যন্ত বণোন্মাদকাবী "নাকাড়া" সমরোন্মুখী সৈন্যগণের পুবোভাগেব পবি-বর্ত্তে পশ্চাদ্ভাগে ধ্বনিত হইবে। মিবাবভূমিতে সৌভাগ্যসূর্য্য পুনরুদিত হইল না। তাই আজিও সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগে নাকাড়াধ্বনি হইয়া থাকে—আজিও প্রতাপেব উত্তবাধিকাবিগণ স্বর্ণ ও বজত-পাত্রের নিম্নে বৃক্ষপত্র স্থাপন করিয়া থাকেন—আজিও সুখস্পর্শ কোমল শয়নের অধোদেশে তৃণ-বাজি বিস্তৃত করিয়া বাখেন এবং আজিও শোক-চিহ্ন স্বরূপ শ্মশ্রুরাজিতে মুখমণ্ডল পরিবৃত কবিয়া বাখেন। ধন্য রাজপুত। ধন্য তোমাব স্বদেশ প্রেমিকতা!

স্বদেশোদ্ধাবের পবিত্রমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, প্রতাপ সিংহ এইরূপ কঠোরব্রত অবলম্বন করিয়া, স্বীয় সামন্ত গণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সামন্তগণই

তাঁহার একমাত্র সম্বল। কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অকলঙ্ক আর্য্যকুলের কলঙ্কস্বরূপ রাজপুতনার অন্যান্য নৃপতিগণ তুচ্ছ ধনবাজ্যের প্রলোভনে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মমতা পরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছবাজেব স্বর্ণনিগড় গলদেশে পবিধান করিযাছেন। অম্বরাধিপতি ভগবানদাস এই সমুদয় নৃপতিব অগ্রণী ও নেতা ছিলেন। মারবাব ও অম্বাবপতিই সর্ব্বপ্রথমে তুর্কীর হস্তে স্বীয় স্বীয় দুহিতা অর্পণ করিয়া রাজপুতকুলে কলঙ্কবেখা পাতিত কবেন। ম্লেচ্ছের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন বলিয়াই প্রতাপ তাঁহাদিগকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। পতিত বিবেচনা করিযাই তাঁহাদিগেব সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন কবিযা ফেলিলেন। মিবাবাধীশ্বব কুলশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ তাঁহাদিগকে জাতিচ্যুত কবিলেন বলিয়া রাজপুত নৃপতিগণ বিপুল ধনবত্নের অধিকাবী হইয়াও মনঃক্ষোভে কালাতিপাত কবিতে লাগিলেন। এমন কি, ভক্তসিংহ ও জয়সিংহ নামক মারবারের দুইটি প্রধান নৃপতি সম্রাটসদনে আশাতিরিক্ত পদমর্য্যাদা অর্জ্জন কবিযাও পতিত বলিয়া, একদিন আপনাদিগকে শত ধিক্কাব প্রদান কবিলেন এবং কৃতপাপের অনুশোচনা কবিয়া বিনয়নম্র বচনে প্রতাপের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন 'মহারাজ! আমরা কলঙ্কিত

হইয়াছি—পতিত হইয়াছি; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে ঐ পবিত্র কুলের পার্শ্বে স্থান দান করুন্।" এই রূপে একাকী হইয়াও প্রতাপসিংহ শিশোদীয় কুলের চিরগৌরব সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে বীরপুঙ্গবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে হিমাবৃত ককেশস্ হইতে সুদূর 'কণক চারসনিস্' পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড কম্পান্বিত হইয়াছিল—যে বীরকেশরীর অলৌকিক বীরত্ব ও আশ্চর্য্য কৌশলে ভারতের প্রতীচ্য সীমার বহির্ভূত সুদূর আফগনিস্থান হইতে প্রাচ্য সীমা ব্রহ্মদেশ ও হিমালযের পাদদেশ হইতে গিরিকন্দরসমাচ্ছন্ন দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত সমগ্র-ভূভাগে মোগল সম্রাটের বিজয পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল—বলিতে কি, যে বীরচূডামণি, ভারতের সম্রাট্‌শেখর আকবরসাহের অতুল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ ও অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন—সেই রাজপুতবীর অম্বারাধিপতি মানসিংহ, নিঃসহায প্রতাপের এরূপ কুলগর্ব্ব সহ্য করিতে পারিলেন না। প্রতাপের এ অহঙ্কার, এ দর্প চূর্ণ করিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভাগ্য তাহার অনুকূল হইল। সুযোগ আপনিই ঘটিয়া উঠিল।

সোলাপুরে মোগল বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া রাজা মানসিংহ সগর্ব্বে হিন্দুস্থানে প্রত্যাগমন করিতে-

ছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ তাঁহার প্রফুল্লচিত্ত অমানিশার ঘোর তমসায় সমাচ্ছন্ন হইল। একটী নিদারুণ চিন্তা তাঁহার মর্ম্মদেশে আঘাত প্রদান করিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যদি রাজপুতকুল হইতে বিচ্যুত হইলাম—যদি প্রতাপের সঙ্গে আহারাদি পর্য্যন্তও না করিতে পারিলাম, তাহা হইলে সম্রাটপ্রদত্ত এ বৃথা পদগৌরবের ফল কি?" এই ভাবিয়া তিনি প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার মনস্থ করিলেন। শিশোদীয়কুলের চিরশত্রু, মোগলের প্রধানতম সেনানী, এই সঙ্কট সময়ে, একাকী প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তাঁহার পার্ব্বত্যদুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন, শুনিয়া বর্ত্তমানকালের পাঠকগণ বোধ হয়, বিস্মিত হইবেন। কিন্তু আর্য্যগণের যুদ্ধনীতি যাঁহারা বিদিত আছেন, তাঁহাদিগের নিকট এটী কিঞ্চিন্মাত্রও বিস্ময়কর নহে। আর্য্যগণ প্রবলতম অরিকেও নিঃসহায় অবস্থায় আক্রমণ করিতেন না। তাঁহাদিগের পবিত্র ইতিহাস রামায়ণ ও মহাভারত এ বাক্যের সাক্ষ্য প্রদর্শন করিতেছে। মানসিংহ জানিতেন, প্রতাপ যবন নয়, হিন্দুসন্তান। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি শত্রুপুরীতে একাকী গমন করিলেন। প্রতাপ মানসিংহের আগমনবার্ত্তা শ্রবণা-

নন্তব, উদয়সাগব পর্য্যন্ত অগ্রসব হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা কবিলেন, এবং পবমসমাদরে তাঁহাকে দুর্গাভ্যন্তবে লইয়া গেলেন। কিয়ৎকাল কথোপকথনের পব ভোজনকাল সমাগত হইল। মানসিংহ স্নানাহ্নিক সমাপনানন্তব ভোজনাগাবে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, প্রতাপেব জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা কবিবার নিমিত্ত উপস্থিত বহিয়াছেন। প্রতাপসিংহ স্থানান্তবে গমন কবিযাছেন। মানসিংহ জিজ্ঞাসা কবিলেন "অমব! তোমাব পিতা কোথায়?" অমবসিংহ বিনীতভাবে উত্তব কবিলেন, "মহাবাণা শিরঃপীড়ায় কাতব আছেন, আমিই আপনাব পবিচর্য্যায় নিযুক্ত আছি, অতএব মহাশয়! জাতীয় আচাব ব্যবহারেব * প্রতি লক্ষ্য না কবিয়া আহার করুন।" মানসিংহ গম্ভীবস্ববে প্রত্যুত্তব কবিলেন "অমর! মহাবাণাকে বল, আমি তাঁহার শিবঃপীড়াব কাবণ বুঝিতে পারিযাছি। যে ভ্রম একবাব হইয়া গিযাছে, তাহা আব সংশোধন করিবাব উপায় নাই। এখন মহাবাণা যদি আমাব সঙ্গে একত্র উপবেশন কবিয়া আহার না কবেন, তবে বল দেখি কে আব আমাব

* বাজপুত জাতিব মধ্যে একটী নিয়ম ছিল যে, অতিথি সমাগত হইলে, গৃহস্বামী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাব সহিত আহাবাদি ক্রিযা সম্পাদন করিতেন।

কথা শেষ হইতে না হইতেই মানসিংহ অশ্বে কশাঘাত করিলেন। তৎকালে একটী লোক মানসিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মানসিংহ! সমরভূমিতে আসিবার সময় তোমার ফুপ্পা আকবরকে সঙ্গে আনিতে ভুলিয়া যাইও না।" মানসিংহ অবমাননার গুরুভার মস্তকে লইয়া বায়ুবেগে সম্রাটসদনে উপনীত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে সমুদয় বৃত্তান্ত তৎসমক্ষে বিবৃত করিলেন। আকবরসাহা মানসিংহের অবমাননাকে স্বীয় অবমাননা বলিয়া গণনা করিলেন এবং ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে মানসিংহ প্রস্থান করিলে পর, তিনি যে স্থানে আহার করিতে উপবেশন করিয়াছিলেন, প্রতাপ ও তাঁহার অনুচরবর্গ গোময় ও গঙ্গাজলদ্বারা তাহা বিধৌত করিলেন। মানসিংহকে তাঁহারা ম্লেচ্ছ হইতেও অপকৃষ্ট বলিয়া গণনা করিতেন। আজ সেই রাজপুতকুলাঙ্গার ঘোর নারকীর মুখ সন্দর্শনে তাঁহারা আপনাদিগকে অপবিত্র ও কলুষিত বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহারা পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীর পবিত্র নীরে অবগাহন করিয়া আপনাদিগের পাপরাশি ক্ষালনপূর্ব্বক নির্ম্মলচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে মিবারভূমিতে যে তুমুল কাণ্ড সমুত্থিত হইল—অগ্নি স্ফুলিঙ্গ হইতে যে ভীষণ দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইল—ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড হইতে যে প্রবল ঝটিকা সমুৎপন্ন হইল—সেরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার জগতে অতি অল্পই ঘটিয়াছে। এই ঘটনা হইতেই প্রতাপের সর্ব্বনাশ হইযাছিল, এবং এই ঘটনাতেই তিনি এ মব জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া চলিযা গিযাছেন।

প্রতাপের এবম্প্রকার অবমাননায় মর্ম্মাহত হইযা দিল্লীর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী সেলিম চিরজয়ী সেনাপতি মানসিংহ ও সাগরজীর জাতিভ্রষ্ট পুত্র মহাবৎখাঁ-সমভিব্যাহারে অসংখ্য সৈন্যসহ প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। ভারতের পরাক্রান্ত সম্রাটের বীরতনয়, সাম্রাজ্যের যাবতীয় প্রধান প্রধান সেনাপতিপরিবৃত হইযা—নানা প্রকার আগ্নেয় অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইযা—নিঃসহায প্রতাপের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। প্রতাপের কি আছে? তাঁহার সাধের চিতোর দুর্গ নাই—তাঁহার অতুল ধনসম্পত্তি নাই—তাঁহার বন্ধু বান্ধবও নাই। অম্বার, মারবার প্রভৃতি যাবতীয় রাজ্যের নৃপতিগণ তাঁহার বিপক্ষপক্ষে যোগদান করিযাছেন। নিঃসহায হইয়াও তাঁহার যে ধন ছিল, তাহাতেই তিনি আপনাকে বিপুল সহায় সম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন।

সঙ্গে আহার করিতে সাহসী হইবে ?" কিঞ্চিৎকাল এইরূপ তর্কবিতর্কের পর, মানসিংহ যখন জেদ্ করিতে লাগিলেন, তখন প্রতাপসিংহ বলিয়া পাঠাই-লেন, "যে রাজপুত তুর্কীর হস্তে ভগিনী সমর্পণ করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ তুর্কীর সঙ্গে একত্র আহার করিয়াছে, শিশোদীয় কুলোদ্ভব রাণা প্রতাপসিংহ তাহার সঙ্গে একত্র আহার করিতে ঘৃণা বোধ করেন।" মানসিংহ। তুমি নিজের ভ্রমে অপমানিত হইলে। যে প্রতাপ তুর্কীর সংসর্গ পরিত্যাগ করি-বার জন্য, সুধু উচ্চকুলের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য, রাজ্য, ধন পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছেন, মানসিংহ! তুমি কি সাহসে তুর্কীর করে ভগিনী সমর্পণ করিয়া, আজ সেই প্রতাপসিংহের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া আহার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলে। মানসিংহ! তুমি রাজপুত হইয়া প্রতা-পের চরিত্র বুঝিতে অক্ষম হইয়াছিলে, এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। প্রতাপ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় ভবনে আহ্বান করিয়া অবমাননা করেন নাই, অত-এব এব্যাপারে প্রতাপসিংহ কিঞ্চিন্মাত্রও দোষী নহেন।

প্রতাপের কঠোর উক্তি শ্রবণানন্তর মান-সিংহ আর অন্নব্যঞ্জন স্পর্শও করিলেন না। সে

কয়েকটী অন্ন ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা স্বীয় উষ্ণীষে ধারণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন, এবং বিদায়কালে বলিয়া গেলেন, "প্রতাপসিংহ! তোমারই গৌরব রক্ষা করিবার জন্য আমরা ম্লেচ্ছপদে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছি, তোমারই মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় সম্মানে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তুর্কীর হস্তে ভগিনী ও কন্যাগণকে সমর্পণ করিয়াছি, কিন্তু তুমি বুঝিলে না। যদি বিপদকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই সাধ হইয়া থাকে, তবে জানিও এ ভূমি আর তোমাকে অধিককাল বক্ষে ধারণ করিবে না।" এই বলিতে বলিতে বীরবর মানসিংহ স্বীয় তুরঙ্গে আরোহণ করিলেন তিনি প্রস্থানকালে পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, প্রতাপসিংহ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। প্রতাপসিংহকে দেখিবামাত্রই অম্বারাধিপতির চক্ষুদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধকম্পিতস্বরে প্রতাপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রতাপসিংহ! যদি তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার নাম মানসিংহ নহে।" প্রতাপ ধীরগম্ভীরস্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন, "মানসিংহ! আপনার কথায় পরিতৃপ্ত হইলাম, রণপ্রাঙ্গনে আপনার সাক্ষাৎ পাইলে বড় সুখী হইব।" প্রতাপের

তাঁহার অদম্য সাহস—দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত—পার্ব্বত্যভীল—এই তিনটিতে তিনি আজও বঞ্চিত হয়েন নাই। এবং এই দ্রব্যত্রয়েব উপব নির্ভব করিয়াই তিনি আজ মোগলেব বিশাল অক্ষৌহিণীর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে প্রস্তুত হইলেন।

সমরকুশল প্রতাপসিংহ, নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী উদয়পুরের সমক্ষেএকটী উত্তুঙ্গ পর্ব্বতে শিবির সংস্থাপন করিলেন। পর্ব্বতের পাদদেশে ও অধিত্যকা-প্রদেশে রাজপুত সৈন্যগণ সশস্ত্রে দণ্ডায়মান হইল। পার্ব্বত্য ভীলগণ,অভ্রভেদী গিবিশৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া—কার্ম্মুকশবে সুসজ্জিত হইয়া,যবনসৈন্যের প্রতীক্ষা কবিতে লাগিল। তাহারা শত্রুদিগকে নিষ্পেষিত করিবাব জন্য শিলাখণ্ড আনিয়া পদপ্রান্তে স্তূপীকৃত কবিয়া রাখিল।

এ দিকে মোগলবীব সেলিম, পার্ব্বত্য প্রদেশের নানা দুর্গম পথ অতিক্রম কবিয়া,ঐ অভ্রভেদী পর্ব্বতের পাদদেশে হলদিঘাট নামক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমুপস্থিত হইলেন। উভয দল সম্মুখীন হইল। যবনগণ ভৈরবরবে গগন বিদীর্ণ কবিয়া রাজপুতদিগকে ভীষণ রূপে আক্রমণ কবিল। রাজপুতগণ বীরকেশরী প্রতাপের উৎসাহবাক্যে উদ্দীপিত হইয়া ভৈরবহুঙ্কারে মোগলের বিশাল অনীকিনীতে আপতিত হইল।

যবনগণ প্রতিহিংসার কালকূটমন্ত্র ও রাজ্যলালসার সম্মোহিনী আশার বশবর্ত্তী হইয়া প্রবল বিক্রমে হিন্দু-সৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিল। রাজপুতগণ স্বাধীনতার পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া—সজাতীয় প্রেমে প্রণোদিত হইয়া—অমিততেজে যবন অক্ষৌহিণী ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। চিরপূজিত গিহ্লোট-কুলের পদমর্য্যাদা—রাজপুতকামিনীর সতীত্বরত্ন—হিন্দুরসর্ব্বস্ব, আজ এই সমরের ফলাফলের উপর নির্ভর করিতেছে, এই ভাবিয়াই যেন অধীর হইয়া মদোন্মত্তমাতঙ্গের ন্যায়—শৈল নিঃসৃত স্রোতস্বিনীর ন্যায়—হিন্দুসৈন্যগণ কোনও বাধা বিঘ্নের প্রতি ভ্রূ-ক্ষেপ না করিয়া,উত্তালতরঙ্গমালাসমাচ্ছন্ন মহাসাগর-সদৃশ সেই যবন অক্ষৌহিণীতে আপতিত হইল। কি সাধ্য যে, যবনগণ সেই প্রবলস্রোতের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবে? বাতাহত কদলীর ন্যায় ম্লেচ্ছসৈন্যগণ ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। রণ-প্রাঙ্গণের যে দিকে মুসলমানের হুঙ্কাররব, যে দিকে যুদ্ধ ভীষণতম, বীরকেশরী প্রতাপসিংহ সেই স্থানেই সমুপস্থিত। অদ্ভুত কৌশলে স্বীয় সৈন্য পরিচালন করিয়া, প্রতাপসিংহ রণনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রতাপসিংহ, রণমদে উন্মত্ত হইয়া, হিন্দুকুলাঙ্গার পাপিষ্ঠ মানসিংহের অন্বেষণ

করিতে লাগিলেন। মনে বড় সাধ, আজ এই মহা-হবে সেই নরাধমের পাপমুণ্ড স্বহস্তে ছেদন করেন। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। কোথাও মান-সিংহের সাক্ষাৎ পাইলেন না। প্রতাপসিংহ ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় যবনদিগকে আক্রমণ করিতেছেন, এমন সময় তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে একাকী যুবরাজ সেলিমের মত্তমাতঙ্গের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপের সুশিক্ষিত "চৈতক" অশ্ব অমনি এক পা হস্তীর শুণ্ডের উপর স্থাপন করিয়া স্বীয় বাহককে ঊর্দ্ধে উত্থিত করিল। প্রতাপ তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বর্ষা যুবরাজের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। কাহার সাধ্য বিশাল-ভুজ-নিক্ষিপ্ত প্রতাপের সেই বর্ষার প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে পারে? ভারতের ভাবী সম্রাট তখনই মানবলীলা সংবরণ করিতেন। বলিতে পারা যায় না, সেই মুহূর্ত্তের ঘটনায় ভারত অদৃষ্টের কি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যুবরাজ লৌহনির্ম্মিত দুর্ভেদ্য হাওদায় সুরক্ষিতছিলেন। প্রতাপের বর্ষা হাওদায় ফিরিয়া অঙ্কুশধারীকে প্রবল-তেজে আঘাত করিল এবং সেই আঘাতেই হতভাগ্য ভূমিতলে নিপতিত হইল। মত্তমাতঙ্গ পরিচালকাভাবে উন্মত্ত হইয়া সেলিমকে লইয়া রণপ্রাঙ্গণ হইতে সুদূরে প্রস্থান করিল।

সেলিমকে বিষম সঙ্কটে পতিত দেখিয়া,যবনসৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া সেই স্থলে উপনীত হইয়াছিল। মিবাবেব প্রধান প্রধান সামন্তগণও মহারাণার বিপদ্ দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রতাপের মস্তকোপরি বাজচ্ছত্রশোভা পাইতেছিল। সামন্ত-গণ তাঁহাকে কতবাব অনুনয় কবিয়া বলিয়াছিল 'মহারাজ। এই ঘোব সঙ্কটসময়ে রাজচ্ছত্র মস্তকোপবি থাকিলে পদে পদে বিপদেব আশঙ্কা, অতএব এখন ছত্র ধাবণ কবা বিধেয় নহে।' কিন্তু প্রতাপ তাহা শুনেন নাই। মৃত্যুব ভয়ে বাজচিহ্ন পবিত্যাগ করিতে প্রতাপসিংহ স্বীকৃত হযেন নাই। প্রকৃত বীবগণ সম্মানেব নিকট প্রাণকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান কবিযা থাকেন। বীবজগতে একপ উদাহবণ সময়ে সময়ে লক্ষিত হইযা থাকে। এই চিহ্ন ইয়ুবোপীয় বীব নেল্‌সনেবও একদিন কাল স্বরূপ হইয়াছিল। শত্রুগণ রাজচিহ্ন সন্দর্শনে প্রতাপকে চিনিতে পাবিয়া, প্রবল বেগে তাঁহাবই দিকে ধাবিত হইল। প্রতাপেব জীবন সঙ্কটাপন্ন হইল। তববাবি, গুলি ও ভল্লেব আঘাতে তাঁহার শরীবেব সপ্তস্থান ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। ক্ষত স্থল হইতে অবিরল ধাবায় রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হও-য়ায় তাঁহার শবীর অবসন্ন প্রায় হইয়াছে। এই ঘোর

বিপদ্ সময়ে শত্রুগণ কেবল তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভৈরব হুঙ্কারে চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া সম্মিলিত হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনবারএই রাজচিহ্ন তাঁহাকে এইরূপ বিপদে পাতিত করিয়াছিল। তিনি তিনবারই অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যবনগণের ঈদৃশ প্রচণ্ড আক্রমণ তিনি পূর্ব্বে আর কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। সেলিমের দুর্দ্দশা সন্দর্শনে মোগলগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল এবং সেই উন্মত্তাবস্থায়ই এখন তাহারা প্রতাপসিংহকে আক্রমণ করিল। প্রতাপ প্রমাদ গণিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি একবার মিবারের ভবিষ্যচিত্র স্বীয় মনে অঙ্কিত করিলেন—মুহূর্ত্তের জন্য একবার হিন্দুর লুপ্তপ্রায় আশার প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার বীরধমনীতে প্রবলরূপে রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় দারুণ জিঘাংসায় উন্মত্তবৎ হইল। তিনি অনন্ত আকাশের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সমরতরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। আজ এই ভীষণ দানবসংগ্রামে প্রতাপসিংহ তাঁহার অপূর্ব্ব শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। একাকী চতুর্দ্দিক রক্ষা করিয়া সমরকুশল বহুল যবনসৈন্য নিপাতিত করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যবনগণ

দলে দলে আসিয়া স্বল্পসংখ্যক রাজপুতগণকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। মহাবিপদ্—বুঝিবা মিবারের গৌরবসূর্য্য আজ এই হলদিঘাটেই অস্তমিত হয়। এমন সময় ঝালাধিপতি আত্মোৎসর্গের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, রাজপুতগৌরব—হিন্দুর শেষ ভরসা প্রতাপ-সিংহের জীবন রক্ষা করিলেন। স্বদেশ-প্রেমিক মান্না নিরুপায় দেখিয়া কণক-তপন-পরিশোভিত মিবারের সেই সুবর্ণছত্র মহারাণার মস্তকোপরি হইতে কাড়িয়া লইলেন এবং সেই রাজচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক মহা-রাণার ভাণ করিয়া সেই ভীষণ সংগ্রামের সঙ্কটস্থলে উপস্থিত হইলেন। মহারাণার ছত্র সন্দর্শন করিয়া, শত্রুগণ প্রবলবেগে সেই দিকে ধাবিত হইল। ঝালা-ধিপতি মান্না অপূর্ব্ব কৌশলে বিপুলসৈন্য নিপাতিত করিয়া, হলদিঘাটের সেই পবিত্র রণ ভূমিতে, অনন্ত-কালের জন্য শায়িত হইলেন। ধন্য মান্না! ধন্য তোমার স্বদেশহিতৈষণা। জন্মভূমির স্বাধীনতা সংর-ক্ষণ করিবার জন্য অনেক বীর অকাতরে প্রাণ বিস-র্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু মান্না! তুমি আজ আত্মোৎ-সর্গের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে, ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ পরিলক্ষিত হয় না। তুমি আজ সমরপ্রাঙ্গণে যে কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া চলিয়া গেলে, জগতে তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ দৃষ্টিগোচর

হয় না। মান্না! তোমার নৈপুণ্য অদ্ভুত! তোমার চাতুর্য্য অদ্ভুত! তোমার জীবন অদ্ভুত!

এদিকে প্রতাপের অনুচরবর্গ তাঁহাকে সমরপ্রাঙ্গণ হইতে দূরে লইয়া গেল। তিনি কিছুতেই সমরভূমি হইতে দূরে যাইতে চাহিলেন না; বলিতে লাগিলেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত একবিন্দু আর্য্যশোণিত তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত হইবে, ততক্ষণ তিনি কিছুতেই যবন-সংহার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। মনে বড় সাধ ছিল, আজ এই হলদিঘাটে যবন অক্ষৌহিণী নিপাতিত করিয়া—মানসিংহ ও সেলিমের মস্তক ছেদন করিয়া—হিন্দুর পূর্ব্বগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মনের সাধ মনেই রহিল। যবনের বিশাল অক্ষৌহিণীর মধ্যে অনন্তসাগরে জলবিম্ববৎ তাঁহার স্বল্পসংখ্যক সৈন্য বিলীন হইয়া গেল। তাঁহার দ্বাবিংশ-সহস্র রাজপুতের মধ্যে মাত্র আটসহস্র সৈন্য প্রাণ লইয়া রণপ্রাঙ্গণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুতবীর সেই দিন, সেই হলদিঘাটে, পবিত্র-ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ অবলীলাক্রমে জীবন বিসর্জ্জন করিল। প্রতাপ অনন্যোপায় হইয়া একাকী রণপ্রাঙ্গণহইতে প্রস্থান করিলেন। দুইটী যবনসৈন্য দূর হইতে দেখিতে পাইল যে, একটি বীরপুরুষ অশ্বে কশাঘাতপূর্ব্বক তীরবেগে রণপ্রাঙ্গণ হইতে প্রস্থান

করিতেছে। অশ্বারোহীর প্রতি সন্দিহান হইয়া, তাহারা অনতিবিলম্বে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। প্রতাপ নিরুপায় দেখিয়া পুনঃ পুনঃ অশ্বে কশাঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার শ্রান্ত অশ্ব অধিক দূর যাইতে না যাইতেই সৈনিকদ্বয় তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল। প্রতাপ বড় বিপদে পড়িলেন। সৌভাগ্যক্রমে, তিনি একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চৈতক অশ্ব এক লম্ফে সেই পার্ব্বত্য সরিৎ উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ব্ববৎ তীরবেগে ধাবিত হইল। কিন্তু সৈনিকদ্বয়ের ঘোটক স্রোতস্বিনী উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইল না। প্রতাপ এই অবসরে অনেক দূর যাইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার অশ্ব অতি শ্রান্ত হওয়াতে তাহার গতি হ্রাস হইয়া আসিল। অশ্ব ধীরে চলিল। এমন সময়ে সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশে পুনরায় অন্য অশ্বের পদশব্দ উত্থিত হইল। "হো নীলঘোড়াকা শোয়ার" এই বজ্রগম্ভীর স্বর, সেই নির্জ্জনপ্রদেশে প্রতিধ্বনিত হইয়া, প্রতাপের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। প্রতাপ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিলেন যে, একটী অশ্বারোহী সৈনিক দ্রুতবেগে তাঁহারই অনুসরণ করিতেছে। প্রতাপ চাহিলেন, চাহিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন; দেখিলেন, তাঁহার প্রবলতম শত্রু

নিষ্ঠুর ভ্রাতা শক্তসিংহ। প্রতাপ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া অশ্বহইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতময়। শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় কি সাধ্য যে, সেই রাজ-পুত বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি প্রাণ বাঁচাইবেন। তাই তিনি প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়া, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং তরবারি নিষ্কোশিত করিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সৈনিক পুরুষ প্রতাপের সমক্ষে উপনীত হইলেন। প্রতাপ সবিস্ময়ে দেখিলেন, শক্তের মুখ-মণ্ডলে ঈর্ষা ও ক্রোধের চিহ্ন মাত্রও পরিলক্ষিত হইতেছেনা। শান্তি ও স্নেহের নির্ম্মল জ্যোতিঃ তাঁহার নয়নদ্বয়ে বিরাজ করিতেছে। শক্তসিংহ ধীরে ধীরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া গদগদ বচনে তাঁহাকে বলিলেন "ভ্রাতঃ! এ হতভাগার অপরাধ ক্ষমা করুন্।" প্রতাপসিংহ প্রফুল্লচিত্তে শক্তকে আলিঙ্গন করিলেন। শুভক্ষণে দুই ভ্রাতার মিলন হইল। তাঁহারা পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলিয়া গেলেন। বহুদিন পরে ভ্রাতার সহিত মিলন হইল। আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। এমন সময় তাঁহার জীবনরক্ষক চৈতক ভূমিতলে পতিত হইয়াই

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। প্রতাপসিংহ মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। শক্ত-সিংহও চৈতকের মৃত্যুতে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। স্বীয় অশ্ব প্রতাপকে প্রদানপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং "সেলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই পুনরায় আপনার সহিত সম্মিলিত হইতেছি" এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

শক্তসিংহ সেলিমের শিবির হইতে দেখিয়াছিলেন যে, প্রতাপসিংহ একাকী তাঁহার নীলঘোটকে আরো-হণ করিয়া দ্রুতবেগে রণপ্রাঙ্গন হইতে পলায়ন করিতেছেন। পশ্চাতে দুইটী যবনসৈনিককে ধাবিত হইতে দেখিয়াই তিনি স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে একান্ত অসহায় দেখিয়া শক্তসিংহ পূর্ব্ববৈরিতা ভুলিয়াছিলেন এবং পথিমধ্যে সেই সৈনিকদ্বয়কে নিপাতিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রতাপের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

প্রতাপের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শক্তসিংহ ঐ হতসৈনিকদ্বয়ের একটী ঘোটকে আরো-হণ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে সেলিমের নিকট উপস্থিত

হইলেন। চতুর সেলিম শক্তসিংহের মুখভঙ্গী দর্শন করিয়াই তাঁহার মনের ভাবপরিবর্ত্তন হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শক্ত-সিংহ! বৃত্তান্ত কি?" শক্তসিংহ বলিলেন, "যুবরাজ! প্রতাপ সেই সৈনিকদ্বয় ও আমার অশ্বকে হত করিয়াছে। আমি খোরাসানী সৈনিকের অশ্বে আরো-হণ করিয়া অতি কষ্টে পলাইয়া ত্রাণ পাইয়াছি।" শক্তসিংহ ছলনা করিতেছেন, সেলিম ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "শক্তসিংহ! আমি তোমাকে অভয় দান করিতেছি, তুমি সত্যকথা বল।" তখন শক্তসিংহ গম্ভীরভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, "যুবরাজ! আমার ভ্রাতার স্কন্ধে একটী রাজ্যের ভার স্থাপিত রহিয়াছে, ঐ ঘোর বিপদসময়ে তাঁহাকে সাহয্যে না করিয়া আমি স্থির থাকিতে অসমর্থ হইযাছিলাম।" সেলিম তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। শক্ত-সিংহকে নিরাপদে তাঁহার ভ্রাতার সহিত মিলিত হইতে অনুমতি দিলেন। শক্তসিংহ প্রত্যাগমন-কালে ভিনস্রদুর্গের উদ্ধার সাধন করিয়া মহারাণার নজরস্বরূপ ঐ জয়লব্ধ ধন তাঁহার চরণে অর্পণ করি লেন। প্রতাপ পরম সন্তুষ্ট হইয়া শক্তকে পুরস্কার স্বরূপ ঐ নবার্জ্জিত দুর্গ প্রদান করিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ দুর্গ শক্তাবৎগণের প্রধান আবাসস্থান ছিল।

শক্তসিংহ খোরাসন্ ও মুলতাননিবাসী সৈনিকদ্বয়কে নিহত করিয়া, স্বীয় ভ্রাতা মহারাণা প্রতাপসিংহের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, মিবারের ভট্টগণ তাঁহার বংশধরগণকেও "খোরাসানী মুলতানীকা অগগল" এই গৌরবপূর্ণ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

সম্বৎ ১৬৩২ অব্দের [খৃঃ১৫৭৬ জুলাই] ৭ই শ্রাবণ মিবার ইতিহাসের একটী চিরস্মরণীয় দিন। এই দিন হলদিঘাটের পার্ব্বত্যক্ষেত্র মিবারের প্রধান প্রধান সামন্তগণের পবিত্র শোণিতে প্লাবিত হইল। মহারাণার পরমাত্মীয় পাঁচশত যোদ্ধা রণপ্রাঙ্গণে চিরশয্যায় শয়ন করিল। গোয়ালিয়রের রাজ্যভ্রষ্ট রাজা রামসাহ স্বীয় পুত্র খান্দিরা ও সার্দ্ধ তিনশত তুয়ার বংশীয় রাজপুত সৈন্যের সহিত সেই মহাহবে প্রাণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতার পাশ হইতে বিমুক্ত হইলেন, এবং ঝালাধিপতি মান্না দেড় শত অধীনস্থ সামন্তের সহিত সেই ক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গের অদ্বিতীয় উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। এই যুদ্ধে মিবারভূমি একরূপ বীরশূন্যা হইল এবং এই যুদ্ধেই প্রতাপসিংহের শেষ আশা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এদিকে সম্রাটনন্দন সেলিম, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বর্ষাকাল উপস্থিত। শত্রুগণ চলিয়া গিয়াছে। প্রতাপসিংহ একটু বিশ্রাম করিবার সময় পাইলেন; কিন্তু এই শান্তিসুখ অধিককাল সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। বসন্ত সমাগমে শত্রুগন আবার তাঁহাকে আক্রমণ কবিল। নিঃসহায প্রতাপ পরাজিত হইলেন। অবশেষে অনন্যোপায হইযা স্বীয় পার্ব্বত্য-দুর্গ কমলমীবে আশ্রয গ্রহণ কবিলেন। সাবাজখাঁ দুর্গ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু প্রতাপসিংহ অদ্ভুৎ কৌশলে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ কিছুতেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইল না। অবশেষে তাহাবা তাঁহার একমাত্র পানীয় "নোগান" কূপসলিলে কীটোৎপাদন করিয়া তাঁহাকে ঘোর বিপদে পাতিত করিল। প্রতাপ অনন্যোপায় হইয়া চৌন্দ নামক একটী পার্ব্বত্য নগবে প্রস্থান কবিলেন। শনিগুরুরাও সাবাজ খাঁর সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিয়া কমলমীব দুর্গেই পতিত হইলেন। দুর্গ যবনের হস্তগত হইল।

কমলমীব দুর্গ মোগলেব করায়ত্ত হইলে পর, মানসিংহ ধুর্ম্মতী ও গোগুণ্ডা নামক দুইটী দুর্গ আক্রমণ কবিলেন। উদয়পুর মহাব্বৎখাঁর হস্তগত হইল। ফরিদ খাঁ চৌন্দনগরে প্রতাপের অনুসরণ করিলেন। এইরূপে চর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া

শত্রুগণ তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি শৈল হইতে শৈলান্তরে, অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে, এইরূপে নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া, শত্রুগণের ভীষণ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুযোগ পাইলেই রাজপুতবীর শত্রুশিবিরে আপতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া পুনর্বায় গিরিশৃঙ্গে আশ্রয় লইতেন। এইরূপে নিঃসহায় হইয়াও প্রতাপসিংহ শত্রুগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এক দিন কৌশল ক্রমে তিনি ফরিদ খাঁকে এমন একটি গিরি সঙ্কটে রুদ্ধ করিলেন যে, যবন সেনাপতি আর কোনও ক্রমে তথা হইতে বহির্গত হইবার উপায় দেখিলেন না। প্রতাপ সেই কন্দরে তাঁহার সমুদয় সৈন্য নিপাতিত করিলেন। এইরূপে মোগলগণ সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রতাপ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তাঁহাকে বন্দি করিবার আশায় নিরাশ হইল। এবং সেই দুর্গমপ্রদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

এইরূপে নিঃসহায় হইয়াও প্রতাপসিংহ অসীম সাহসিকতা ও অদ্ভুত রণনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কতিপয় সহচরের সাহায্যে মোগলসম্রাট আকবরসাহের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। অর্থ

প্রেমের নিকট পরাজিত হইল। বেতনভোগী মোগল সৈন্যগণ স্বদেশ প্রেমোন্মত্ত প্রতাপসিংহের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু জয়ী হইয়াও প্রতাপের কষ্টের সীমা পরিসীমা রহিল না। তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান নাই। একে একে সমুদয় দুর্গই মোগলের করায়ত্ত হইয়াছে। নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে বৃক্ষতলই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়স্থল। বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে লাগিল। তাঁহার হতাবশিষ্ট বন্ধুনিচয়ের ক্ষুদ্র সংখ্যাও ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিল। ক্রমশঃই তাঁহার কষ্ট ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বীরবরের অটলহৃদয় এক দিনের জন্যও বিচলিত হইল না। এক দিনের জন্যও মোগলের নিকট মস্তক অবনত করিয়া ভোগসুখের জন্য তাঁহার স্থিরচিত্ত বিকৃত হইলনা। কিন্তু যাহাদিগের ফুল্লকমলবৎ প্রহৃষ্ট আনন নিরীক্ষণ করিয়া তিনি সংসারের যাবতীয় ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া যাইতেন, অকূলসাগরে যাহারা তাঁহার একমাত্র ধ্রুবনক্ষত্রস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগের সেই হর্ষোৎফুল্লবদন নিদারুণ কষ্টে পরিম্লান হইয়াছে, অন্নাভাবে তাঁহাদিগের পূর্ণশরীর শীর্ণ হইয়াছে, এই শোচনীয় দৃশ্য অবলোকন করিয়া তিনি সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। প্রাণাধিকা প্রিয়তমা ভার্য্যা ও ক্ষুদ্র শিশুসন্তানগণের সজলনয়ন

সন্দর্শন করিয়া তিনি মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করি-
তেন। পরিবারবর্গই এই সময় তাঁহার আশঙ্কার
প্রধান কারণ হইয়াছিল। পাছে তাঁহারা ম্লেচ্ছ যব-
নের হস্তে পতিত হন, পাছে শিশোদিয় কুলের অক-
লঙ্ক গৌরব কলঙ্কিত হয়, এই ভয়ে প্রতাপসিংহ
সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। এক দিন দুর্ভাগ্যক্রমে,
সত্য সত্যই তাঁহারা শত্রু হস্তে পতিত হইতেছিলেন,
সত্য সত্যই প্রতাপের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়া
ছিল; এমন সময় বিশ্বস্ত ভীলগণ কঞ্চির ঝুড়ির
ভিতর তাঁহাদিগকে আবৃত করিয়া মিবারের টিন-
খনিতে লুক্কাইত করিয়া এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা
করিল। ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুগণের কবালগ্রাসহইতে
রক্ষা করিবার জন্য ভীলগণ প্রতাপের শিশুসন্তান-
গণকে কঞ্চির ঝুড়ির ভিতর রাখিয়া বৃক্ষডালে দোলা-
ইয়া রাখিত। হায়রে! সুরম্য হর্ম্ম্যোপরি কুসুম-
কোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও যাহারা অঙ্গবেদনা
অনুভব করিত, আজ তাহারা বৃক্ষশাখায় কঞ্চির
ঝুড়ির ভিতর শয়ন করিয়া দিন যামিনী যাপন করি-
তেছে! যাহারা ক্ষীরনবনীতাদি সুস্বাদু খাদ্য আহার
করিতে চিরাভ্যস্ত, আজ তাহারা কটুতিক্ত ফলমূল
ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে! অহো বিধাতঃ!
তোমার বিচিত্রলীলা! কে তোমার গূঢ় রহস্যের

মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবে ? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়; স্বীয় পুত্রকন্যার এইরূপ বিষম দুর্দ্দশা সন্দর্শন করিয়াও বীরবর প্রতাপসিংহের হৃদয় বিচলিত হইল না। মুহূর্ত্তের জন্যও যবনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া অট্টালিকাবাসের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার উন্নতহৃদয়ে উদ্রিক্ত হইল না। প্রতাপের হৃদয় কি তবে শুষ্ক। প্রতাপের হৃদয় কি নির্ম্মমতার কঠিন উপাদানে গঠিত ? না—তাঁহার বীরহৃদয় কোমলতারও আধার স্বরূপ ছিল। পুত্র কন্যার এইরূপ দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু বীরকেশরী যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন—যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, সে মহাব্রতের তুলনায় এ সকল সাংসারিক দুঃখ অতি তুচ্ছ পদার্থ। জাতীয় প্রেম ও স্বাধীনতা স্বর্গীয় পদার্থ। দিব্য পদার্থের তুলনায় পার্থিব বস্তু অবশ্যই হেয়। তাই প্রিয়জনের নিদারুণ দুর্দ্দশায়ও প্রতাপের হৃদয় অটল রহিল। তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে বিন্দুমাত্রও স্খলিত হইলেন না। ধন্য প্রতাপ ! ধন্য তোমার অটলহৃদয় ! তুমি মানব নও, তুমি দেবতা !

এই ঘোরদুর্দ্দশার সময় তাঁহার অনুচরবর্গের ভক্তি ও প্রেম সন্দর্শনে বিস্মিত ও মোহিত হইতে হয়। প্রতাপ কি প্রকারে দিনপাত করিতেছেন, জানিবার

নিমিত্ত আকবরসাহা একদিন একটী গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছিলেন। চরপ্রমুখাৎ মোগলসম্রাট অবগত হইলেন যে, সম্পদ্‌কালের ন্যায় প্রতাপের অনুচরবর্গ এই ঘোর বিপদেও তাঁহার প্রতি তেমনি অনুরক্ত রহিয়াছে। এখনও প্রতাপ্ আহারের সময় সামন্ত শ্রেষ্ঠকে "দুনা" (রাজপ্রসাদ) দান করিয়া থাকেন এবং কটুতিক্ত ফলমূল হইলেও সামন্তবর সেই রাজ-প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে চিরকৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন। আকবরসাহা এতৎশ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত ও ব্যথিত হইলেন। বীরহৃদয়ই বীরত্বের মর্য্যাদা বুঝিতে সক্ষম। প্রতাপের প্রতি সম্রাটের ভক্তি দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার প্রধান সামন্ত খাঁ খানান রাজপুতবীরকে সম্বোধন করিয়া লিখিলেন, "এই জগতের সকলই নশ্বর। রাজ্য বল, ধন বল, কিছুই চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু সুকীর্ত্তি অক্ষুন্নভাবে অনন্ত কাল জগতে বর্ত্তমান থাকে। পুত্ত (প্রতাপ) ধন ও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন ; কিন্তু মানবের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। ভারতবর্ষের যাবতীয় নৃপতি গণের মধ্যে তিনিই কেবল জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

এইরূপে একদিন দুইদিন করিয়া অনেকদিন চলিয়া গেল। প্রতাপের অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া পড়িল।

মোগলগণ তাঁহাকে এরূপভাবে অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল যে, তিনি আর দুই দিনও একস্থানে বাস করিতে সমর্থ হইলেন না, এমন কি, একদিন পাঁচবার আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা হইল, শত্রুগণের উৎপীড়নে পাঁচবারই উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। স্ত্রীপুত্রগণকে গিরিগহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। প্রাণাধিকা প্রিয়তমা ভার্য্যা ও কোমল শিশুগণের ঈদৃশী দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া তিনি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। এমন সময় একদিন এমনই একটি ঘটনা ঘটিয়া উঠিল যে, তিনি আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহার অটলহৃদয় টলিয়া গেল। একদিন মিবারের মহারাণী স্বীয় পুত্রবধূর সহিত নিবিড় অরণ্যমধ্যে রাজপরিবারের আহারের জন্য কয়েকখানি ঘাসের রুটি প্রস্তুত করিলেন! প্রত্যেককে একখানি করিয়া রুটি প্রদত্ত হইল। সকলেই একার্দ্ধ ভোজন করিয়া অপরার্দ্ধ অপর বেলার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিলেন। মিবারের মহারাণা তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া নিমীলিতনেত্রে স্বীয় দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার শিশুকন্যার আর্ত্তনাদ শ্রবণে চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন, একটী বন্যবিড়াল তাহার সঞ্চিত রুটিখণ্ড

লইয়া গিয়াছে। বালিকা অপরবেলায় কি খাইবে, তাই ভাবিয়া চীৎকার করিতেছে। আহা! একখানি রুটির অর্দ্ধভাগ ভোজন করিয়া বালিকা কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছে। এখনও ক্ষুধায় তাহার উদর জ্বলিয়া যাইতেছে। ইহার উপর আবার তাহার সঞ্চিত রুটিখণ্ডও বিড়ালে লইয়া গেল! বালিকা ক্ষুধায় আকুল হইয়া এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল 'বাবা বিড়ালে আমার রুটি লইয়া গেল! আমি কি খাব?' কোন্ হৃদয় এ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে স্থির থাকিতে পারে? রাজনন্দিনী ক্ষুধায় কাতর হইয়া একখণ্ড রুটির জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছে! এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া কোন্ পিতা ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সক্ষম হয়? প্রতাপ অনেক সহিয়াছেন। তিনি স্বচক্ষে প্রাণাধিক পুত্র ও আত্মীয়গণকে রণক্ষেত্রে পতিত হইতে দেখিয়াছেন। তিনি ধীরগম্ভীরস্বরে বলিয়াছেন, "রাজপুত রণক্ষেত্রে জীবনবিসর্জ্জন করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র শিশুটী ক্ষুধায় কাতর হইয়া ছট্ ফট্ করিতেছে, এদৃশ্য তাঁহাকে একবারে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মানবহৃদয় বিচলিত হইল। তিনি ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া "রাজত্ব" নামে শত ধিক্কার প্রদান করিলেন এবং অনতি-

বিলম্বে আকবর সাহের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন।

ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা সকলেরই সীমা আছে। মানব-হৃদয় সেই সীমায় আবদ্ধ। ঘটনা নিচয় সেই সীমা অতিক্রম করিয়া যাইলে, মনুষ্যের কি সাধ্য যে, ধৈর্য্যা-বলম্বন করিয়া স্থির থাকিতে সক্ষম হয়? তাই প্রতাপ ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন। প্রতাপের হৃদয় অলৌকিক উপাদানে নির্ম্মিত ছিল। নতুবা এই জগতে কোন্ মানব এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াও এত-কাল ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, প্রতাপ অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন।

প্রতাপের পত্র প্রাপ্ত হইয়া আকবরসাহা বিজয়ো-ল্লাসে উন্মত্তবৎ হইলেন। তাঁহার বহুদিনের মনো-রথ আজ পূর্ণ হইল। প্রজাগণকে মনের সাধে আমোদ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। রাজ-ধানী কোলাহলে পূর্ণ হইল। রাজভবন ও নগরের স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হইতে লাগিল। রাজপথ সকল তোরণ দ্বারে সুশোভিত হইল। আজ আকবরের রাজধানীতে আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিলনা। আকবরসাহা মহোল্লাসে বিকানীরের রাজপুত্র পৃথ্বী-রাজকে প্রতাপের লিপি দেখাইলেন। পৃথ্বীরাজ প্রতাপকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। তিনি

প্রতাপের লিপিদর্শনে শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন, 'মহারাজ! এ পত্র কৃত্রিম, আমি প্রতাপকে বিশেষরূপে জানি, আপনার সাম্রাজ্য বিনিময়েও তিনি অধীনতা স্বীকাব করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবেন না। মহারাজ! যদি অনুমতি করেন, আমি আমার লোকদ্বাবা এই লিপিব সত্যাসত্যতা অবগত হইতে পাবি।' আকবর সম্মত হইলেন। পৃথ্বীরাজ লিখিলেন।—

হিন্দুর গৌরব, হিন্দুর ভবসা,
হিন্দুর (ই) উপর হিন্দুকুল আশা,
জানে সে প্রতাপ, তবু ও কি ভেবে
বসেছে হায়রে, ডুবাতে তায়।

সতীত্বরতন কামিনীর প্রাণ,
অপূর্ব্ব বীরত্ব ক্ষত্রিয়েব মান,
রাজপুতবালা, রাজপুত্রগণ
বিকায়েছে ঐ যবনের পায়॥

উথলে হৃদয়ে দুখের সাগর
ক্ষত্রিয়বন্দবে ক্রেতা আকবর!
হায় রে! কব কি মনের বেদন,
যবনপিঞ্জরে ক্ষত্রিয় রাজন্!
এঘোর দুর্দ্দিনে উদয় তনয়
রাখিয়াছে সুধু আপন মান।

কি সাধ্য তাহার বাঁধিবে প্রতাপে,
ঝড়েতে কি কভু তুঙ্গ শৃঙ্গ কাঁপে ?
প্রতাপ নহেরে ধনলুব্ধ নর,
কি দিয়ে ভুলাবে বীরের প্রাণ ?

নৌরোজার দিন কোন্ রাজপুত
সে দুর্দ্দৈব দিনে কোন্ ক্ষত্রসূত
পারেবে ফিরিতে লয়ে কুলমান ?
হায়রে ! তবুও ক্ষত্রিয় সন্তান,
তুচ্ছ ধনলোভে হইয়ে আকুল
সুবর্ণ শৃঙ্খল পরিছে গলে।

চিতোর এ হাটে তবে কি আসিবে ?
তবে কিবে রাণা জলাঞ্জলি দিবে
তুঙ্গগিরিসম সে মহান কুলে ?
তবে কি অনন্ত সাগরের তলে
ক্ষত্রকুল—রবি—একমাত্র আশা,
ডুবিবে, হায়রে পরাণ জ্বলে।

ধনরাজ্য সব করি পরিহার,
বনবাস ক্লেশ সহি অনিবার,
গিহ্লোটকুলের বীরচূড়ামণি,
পরাজিছে অই সম্রাট সেনা।

জগৎ জিজ্ঞাসে এহেন সহায়
নির্ধন প্রতাপ পাইছে কোথায় ?
ক্ষত্রিয় তনয়—রাজপুতবীর,
হামির বংশের সমুন্নত শির,
যাচেনা সহায় মানব সদনে
মানব ভ্রূকুটি ভ্রমে (ও) গণেনা ॥

স্বীয় তরবারি স্বীয় ভুজবল
মহাপ্রাণতার কিরণ উজ্জ্বল,
ইহাই ক্ষত্রের জীবন সম্বল
দ্বিতীয় সহায় জানেনা কোথা ।

বিধির বিধান মানব নশ্বর
আকবর কিছু নহেরে অমর,
ম্লেচ্ছবীর যবে মিশিবে ধুলায়
যবন সাম্রাজ্য থাকিবে কোথায় ?
প্রতাপ (ই) তখন হিন্দুর ভরসা
হায়রে বোঝেনা রাণা সে কথা ।

কবিতার কি মোহিনী শক্তি ! কবিত্ব মানব হৃদয়ের অপূর্ব্ব রত্ন ! নিরাশ হৃদয়ে আশার বীজ রোপণ করিতে, ভগ্নহৃদয়ে উৎসাহ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিতে, কবিতার ন্যায় দ্বিতীয় পদার্থ এই জগতে আর পরিলক্ষিত হয়না । যে হৃদয় কবিত্ব-উচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত হয় না,

চটুল কল্পনার বিচিত্র লীলা যে হৃদয়কে উদ্ভাসিত করেনা, সে হৃদয় নির্ম্মম অসার ও ভাবরহিত। প্রতাপের হৃদয় বিচিত্র উপাদানে বিনির্ম্মিত ছিল। বীর ও করুণরসের সমাবেশে সে হৃদয় ফলপুষ্প-শোভিত কোমলবল্লরিবেষ্টিত দেবদারু বৃক্ষেব ন্যায় কোমলতা ও কাঠিন্যের আধার স্বরূপ হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজের এই উদ্দীপ্ত কবিতা নৈবাশ্যের ঘোর তিমিররাশি বিদূরিত কবিয়া তাঁহাব হৃদয়ে পুনরায় আশার বিমল জ্যোতিঃ প্রদান কবিতে লাগিল। পুনবায় অদম্য উৎসাহ যেন জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার হৃদয়কে উন্মত্ত করিতে লাগিল। যবনের অত্যাচাব শ্রবণে তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠি-লেন। কিন্তু কি করিবেন? নিঃসহায় ও নিঃসম্বল প্রতাপ এই বিষম সঙ্কটে কোন্ পথে অগ্রসর হই-বেন? অকলঙ্ক শিশোদিয় কুলের সম্মান ও মর্য্যাদা যবনের হস্ত হইতে কিরূপে নিষ্কলঙ্ক রাখিবেন? অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি জন্মভূমি মিবাব ও চিতোরের মমতা পরিত্যাগ করিয়া মরু-ভূমির অপর প্রান্তবর্ত্তী সিন্ধু প্রদেশে স্থানান্তরিত হইতে সঙ্কল্প করিলেন।

একদিন প্রতাপসিংহ স্বীয় অনুচর ও পবিবাব-বর্গের সহিত উত্তুঙ্গ আরাবলীর শৃঙ্গদেশ হইতে

উপত্যকা প্রদেশে অবতীর্ণ হইলেন। নিঃসহায় স্বদেশপ্রেমিক বীর জন্মভূমির শোচনীয় পরিবর্ত্তনে মর্ম্মাহত হইয়া সজল নয়নে ধীরে ধীরে মরুভূমির প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপসিংহ সাধের মিবারভূমি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে এরূপ একটী অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল যে তাঁহাকে আর জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে হইল না। তাঁহার প্রতি অদৃষ্ট-দেবী পুনর্বায় সুপ্রসন্না হইলেন। বীরপ্রসবিনী মিবার-ভূমি ভক্তি ও শ্রদ্ধার আদর্শ স্থল ছিল। মিবারবাসি-গণ রাজভক্তির যেরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, জগতে তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ পরিলক্ষিত হয় না। এক দিন ঝালাধিপতি মান্না রাজভক্তির প্রবল তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া—আত্মোৎসর্গের অদ্বিতীয় উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া সমরক্ষেত্রে মহারাণার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন; আজ মিবারের রাজমন্ত্রী ভামাসাহ পিতৃপুরুষগণের চিরসঞ্চিত অতুল ঐশ্বর্য্য প্রতাপের হস্তে সমর্পণ করিয়া মিবারের উদ্ধার সাধন করি-লেন। ভামাসাহের পূর্ব্বপুরুষগণ পর্য্যায়ক্রমে মিবা-রের রাজমন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারা এত অর্থ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, যে তদ্দ্বারা পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈনিক পুরুষের দ্বাদশ-

বৎসবের সমুদয় ব্যয় অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইতে পাবে। ভামাসাহ এই অতুল ঐশ্বর্য্য অবলীলাক্রমে প্রতাপের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অহো! কি নিঃস্বার্থ প্রেম! কি অপূর্ব্ব রাজভক্তি! ধন্য রাজপুত! জগতে তুমিই ধন্য।

এই অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়াতে প্রতাপসিংহের বিশুষ্ক হৃদয় উজ্জীবিত হইল। নিরাশহৃদয়ে আশার মোহিনী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সুপ্তোত্থিত ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় তিনি শত্রুসংহারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পৃথ্বীরাজের জ্বলন্ত কবিতায় উৎসাহ বহ্নির যে কণা তাঁহার হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছিল, আজ তাহা ভীষণ দাবানলে পরিণত হইয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। বীরপুঙ্গব অনতিবিলম্বে স্বীয় সামন্ত ও অনুচরবর্গকে একত্রিত করিয়া দেবীর নামক স্থানে সাবাজখাঁকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিলেন। প্রতাপসিংহ পলায়নোদ্দেশে ব্যস্ত, এই ভাবিয়া সাবাজখাঁ নিশ্চিন্তমনে বিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রতাপ অতর্কিতভাবে তদীয় শিবিরে আপতিত হইয়া তাঁহাকে সমূলে নির্ম্মূল করিলেন। একদল সৈন্য পলাইয়া আমৈতনামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রতাপ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়া দুর্গস্থ সমুদয় সৈন্যকে কালসদনে প্রেরণ

করিলেন। আমৈত দুর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই প্রতাপসিংহ কমলমীর দুর্গ হস্তগত করিলেন এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে দ্বাত্রিংশটি দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। ভয়বিহ্বল যবনসৈন্যগণ তাঁহার হস্তে নির্দ্দয়-রূপে নিপাতিত হইল। তিনি অচিরে মিবারভূমিকে মরুভূমিতে পরিণত করিলেন; চিতোর আজমীর ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমুদয় মিবারে আধিপত্য স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন; জিঘাংসায় প্রণোদিত হইয়া চিরবৈরী মানসিংহের অম্বাররাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং উহার প্রধান বন্দর মানপুর লুণ্ঠন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তৎপর অচিরেই দেবপুর হস্তগত করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধন্য প্রতাপ! ধন্য তোমার বীরত্ব! ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা।

এই সময় দিল্লীর সম্রাট্ আকবরসাহা অন্যান্য বিষয়ে একান্ত ব্যাপৃত থাকায় প্রতাপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সক্ষম হইলেন না। প্রতাপের অলৌকিক বীরত্ব সন্দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বৈরিভাব পরিবর্ত্তে প্রতাপের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল। আর প্রতাপের নিঃস্বার্থ প্রেম ও স্বদেশহিতৈষণায় বিমোহিত হইয়া সম্রাটের অধীনস্থ যাবতীয় হিন্দু নৃপতিগণ প্রতাপের বিরুদ্ধে

অনুধাবন করিতে আকবরকে নিষেধ করিতে লাগি-লেন। আকবর তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না। এই সমুদয় কারণে মোগলগণ আর মিবার আক্রমণ করিল না। প্রতাপসিংহ শান্তমনে উদয়পুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের আবাসস্থান চিতোর দুর্গ তিনি করায়ত্ত করিতে পারিলেন না, এই নিদারুণ দুঃখ তাঁহাকে মর্ম্মপীড়িত করিতে লাগিল। সময়ে সময়ে তিনি মনঃক্ষোভে অধীর হইয়া পড়িতেন। এই দুর্ব্বহ চিন্তায় অভিভূত থাকাতে তাঁহার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল, এবং অচিরে একদিন পেসোলানদীর তীরে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে তাঁহার প্রাণবায়ু দেহপিঞ্জর হইতে বিনির্গত হইয়া অনন্ত আকাশে বিলীন হইয়া গেল সেই ঘোর দুর্দ্দিনে মিবারের গৌরব সূর্য্য অস্তমিত হইল।

সম্পূর্ণ।